দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

35

বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড– দুই

# আট বছরে নয়বার কলেজ বন্ধ ঘোষণা

**শওকত মিলটন,** *বরিশাল থেকে*

১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত গত ৮ বছরে শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ সন্ত্রাসের কারণে প্রায় দেড় বছর বন্ধ ছিল। ৯ বার কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়েছে ঐ সময়কালে। এর মধ্যে ৪ বার ছাত্রলীগ (ম-ই) এবং ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে। ৮ বছরের মধ্যে শুধুমাত্র ১৯৮৯ সালে ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের বন্ধের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বরিশাল শেরেবাংলা মিডিক্যাল কলেজ রাজনৈতিক সন্ত্রাসের হাতে বন্দী। গুলি ও বোমার শব্দে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়নি এমন বছর সাধারণ ছাত্রছাত্রীর দিনলিপিতে বিরল। ঐ কলেজের অধিকাংশ সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য। বিশেষ করে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যকার সংঘর্ষগুলো ঘটেছে ১ম বর্ষের ছাত্রদের কয়জনকে কোন সংগঠন আগে দলে টানতে পারবে। মেডিক্যাল ছাত্রদের কাছে 'সন্ত্রাস ভ্যাকেশন' নামে পরিচিত অনির্ধারিত কলেজ বন্ধকে তারা গ্রহণ করে প্রায় বিনা প্রতিবাদে।

১৯৮৬ সালের ৯ জুলাই ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর সাথে ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্রলীগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। জাসদ ছাত্রলীগের দুই প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রনেতা চন্দন ও সালাউদ্দিন প্রতিপক্ষের ক্ষুরে মারাত্মক আহত হয়। ঐ বারই ক্যাম্পাসে 'ক্ষুর' প্রবেশ করে। ৭৫ দিন বন্ধ থাকার পর ঐ বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর কলেজ খোলে। ১৯৮৭ সালে ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরকে প্রতিরোধ করতে গেলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ওপর শিবিরের ক্যাডার বাহিনী হামলা করে। ১৪ সেপ্টেম্বর কলেজ বন্ধ ঘোষিত হয় এবং ৭ নবেম্বর ৫৪ দিন বন্ধ থাকার পর কর্তৃপক্ষ কলেজ খুলে দেয়। পূর্বের ঘটনার জের ধরে পুনরায় ছাত্র শিবিরের সাথে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সংঘর্ষ হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত কলেজ ৬২ দিন বন্ধ থাকে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

ক্যাম্পাস পার্শ্ববর্তী এলাকা আলেকান্দার জব্বার নামে এক যুবক মেডিক্যাল ছাত্রদের পিটুনীতে নিহত হয় চোর সন্দেহে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী ক্যাম্পাসে নজিরবিহীন সন্ত্রাস চালায়। ফলে ১৯৮৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর ১২ দিন কলেজ বন্ধ থাকে। ১৯৮৯ সাল হচ্ছে একমাত্র বছর যে বছরে সন্ত্রাসের কারণে কলেজ বন্ধ হয়নি।

১৯৯০ সালের ১২ জুন থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ৮৪ দিন কলেজ বন্ধ ছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে। ১৯৯১ সালে ছাত্রলীগের সাথে ছাত্র শিবিরের সংঘর্ষের কারণে ৮২ দিন কলেজ বন্ধ থাকে। ১৯৯২ সালে হাবিবুর রহমান ছাত্রাবাসের টিভি রুমের ফ্যান খুলে রুমে নেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুনরায় ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ হয়। এতে ঐ বছরের ২৬ আগস্ট থেকে ৪ নবেম্বর পর্যন্ত ৬৯ দিন কলেজ বন্ধ থাকে।

১৯৯৩ সালে ছাত্রলীগের সাথে ছাত্রদলের পুনরায় সংঘর্ষ হয় ১ম বর্ষের ছাত্রদের দলে টানাকে কেন্দ্র করে। এ সংঘর্ষের পর ২ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৬ দিন কলেজ বন্ধ থাকে। একই বছর ছাত্রদল-ছাত্রলীগ একই ইস্যুতে সংঘর্ষ হয় এবং ৬ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ দিন কলেজ বন্ধ থাকে। এছাড়া ঐ বছরের শেষদিকে সন্ধানীর জাতীয় সম্মেলন হয় বরিশালে। ছাত্রদলের হামলায় তা পন্ড হলে দু'দিন কলেজ বন্ধ রাখা হয়।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে দু'দিন বন্দুকযুদ্ধের পর কলেজ পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে মোট ৫০৯ দিন শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর পরমতঅসহিষ্ণুতা ও নোংরা সীট রাজনীতি বন্ধ এবং কলেজ প্রশাসন কঠোর না হলে মেডিক্যাল কলেজ কবে সন্ত্রাসমুক্ত হবে তা কেউ জানে না।